পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

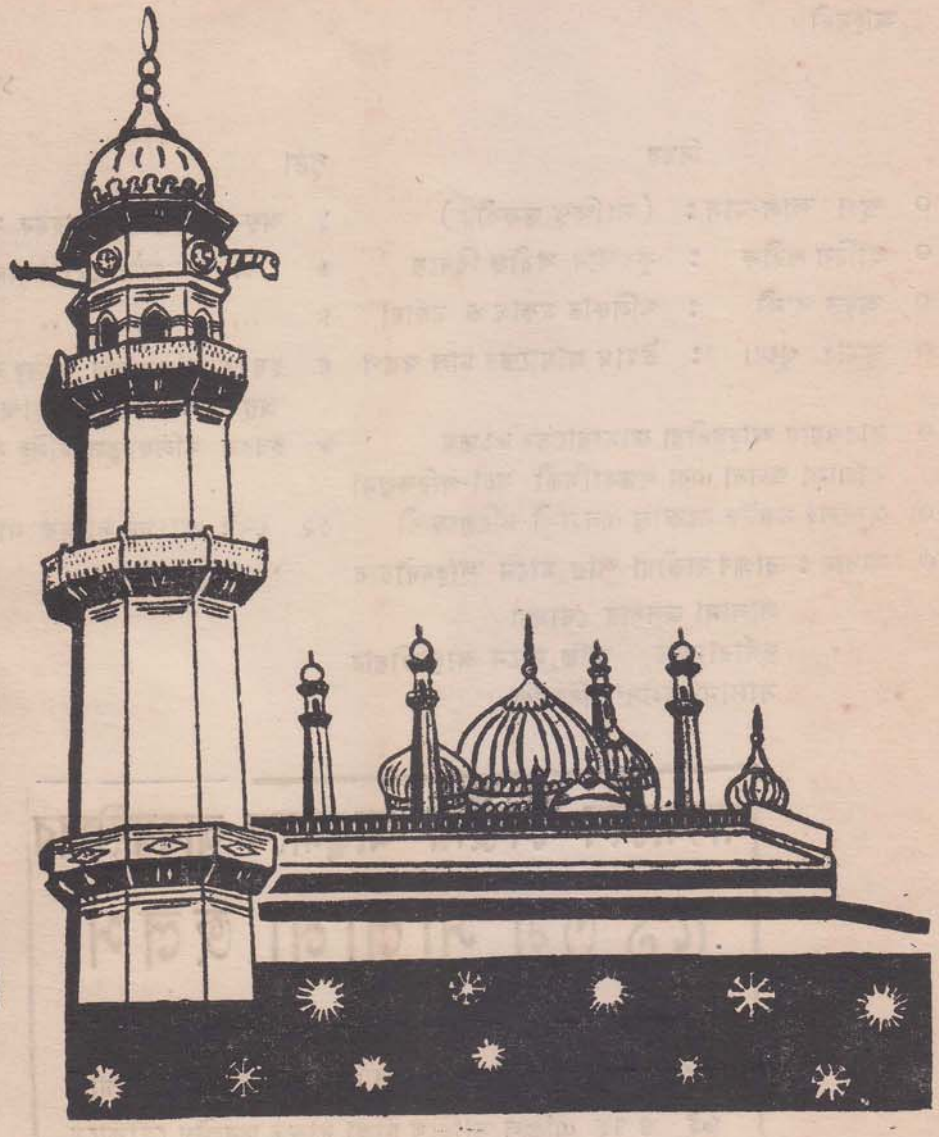



সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন, ১৩৮০ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ ইং : ২২শে মুহররম, ১৩৯৩ হিজরী কামরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

আহ্‌মদী

২৭শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা


| বিষয় | | পৃষ্ঠা | লেখক |
|---|---|---|---|
| ০ সুরা আল-নাস : | ( সংক্ষিপ্ত তফসীর ) | ১ | অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ |
| ০ হাদিস শরীফ : | কুরআন শরীফ বিষয়ে | ৩ | ,, মৌঃ মোহাম্মাদ |
| ০ অমৃত বানী : | খলিফার মকাম ও মর্যাদা | ৪ | ,, ,, ,, |
| ০ জুমার খুৎবা : | ইমাম জামাতের ঢাল স্বরূপ | ৫ | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ |
| ০ রাবওয়ায় আহ্‌মদীয়া জামায়াতের ৮১তম সালানা জলসা এবং শতবার্ষিকী মহা-পরিকল্পনা | | ৮ | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) |
| ০ মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত এলহামী ভবিষ্যৎবাণী | | ১২ | মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ |
| ০ সংবাদ : ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসার ঘোষণা | | | |
| দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসার বিজ্ঞপ্তি | | | |


## বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

# ৫১তম সালানা জলসা

বন্ধুগণকে স্মরণ করানো যাইতেছে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা ইনশায়াল্লাহু আগামী ৬ই ও ৭ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা দারুত তবলীগ মোকামে অনুষ্ঠিত হইবে। জামাতের প্রেসিডেন্টগণ সত্বর আপন জামাতের মেম্বারগণের নিকট হইতে উক্ত জলসার জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণে তৎপর হন।

জাজাকুমুল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা :

৩রা ফাল্গুন, ১৩৮০বাং : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ইং : ১৫ই তবলীগ, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

## সূরা আল-নাস

## ॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর অবলম্বনে
অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

তরজমা :

১। আমি আল্লাহ্‌র নামে (তাঁহার সাহায্য কামনা করিয়া আরম্ভ করিতেছি) যিনি পরম দয়ালু এবং বার বার দয়াকারী।

২। (প্রত্যেক যুগের মুসলমানকে বলিতেছি যে,) তুমি (সকলকে) বল যে, আমি সমগ্র মানবকুলের রব (সৃজন ও পালন কর্ত্তা)-এর নিকট তাঁহার আশ্রয় অন্বেষণ করি;

৩। (যিনি) সমস্ত মানব জাতির বাদশাহ্ (শাসন-কর্ত্তা);

৪। (যিনি) সকল মানুষের উপাস্য;

৫। সেই কুমন্ত্রনা দাতার অকল্যাণ হইতে যে, আপন কর্ম করিয়া পিছনে বা আড়ালে সরিয়া পড়ে ;

৬। যে সংশয় সৃষ্টি করিয়া দেয় মানুষের অন্তরে ;

৭। প্রচ্ছন্ন স্বত্তাদের মধ্যে হইতেও এবং সাধারণ মানুষের মধ্য হইতেও।

## সংক্ষিপ্ত তফসির

এই সুরা মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে নাযেল হওয়া সম্পর্কে রেওয়ায়েত রহিয়াছে। এজন্য হয়ত ইহা উভয় স্থানে নাযেল হইয়াছে অথবা শুধু মদীনাতেই ইহার নযুল হইয়াছে। কেননা কোরআনের নযুলের পরিসমাপ্তি সেখানেই হইয়াছিল।

ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, শেষের তিনটি সুরা কোরআন শরীফের সারকথা এবং উহাদের মধ্যে সুরা ফাতেহার বিষয় বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সুরা ফাতেহার কিছু অংশের বিষয় বস্তু সুরা এখলাসের মধ্যে এবং কিছু সুরা ফালাকের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আলোচ্য সুরার মধ্যে রহমান, রহিম, মালেকে ইয়াওমিদ্দীন এবং ওলাযযাল্লীন-এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে। الله الناس এবং رب الناس রহমানিয়তের ( অযাচিত দয়া ও দানগত ঐশী-গুণের ) দিকে ইঙ্গিত করে। রহমানিয়তের সিফত যদিও সমগ্র জগত ব্যাপী ছাইয়া আছে তবুও উহার পূর্ণ প্রকাশ মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ফেরাউন ও আবু জাহ্‌লের মত খোদাদ্রোহীগনও উহা হইতে ভাগ পায় এবং তাহাদের দোয়া কবুল হইয়া যায় ( কেবল সেই সকল দোয়া ব্যতীত যাহা নবীদের বিরুদ্ধে ও মোকাবেলায় করা হয় )। সুতরাং দোয়ার কবুলিয়ত স্বরূপ ফেরাউনের শবদেহকে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবুজাহলের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়। কোরআন করীম বলে :

نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
( بنى اسرائيل )

"আমরা ইহাদিগকেও (বিশ্বাসীদিগকে ) এবং উহাদিগকেও ( অবিশ্বাসী দিগকেও ) তোমার রবের দান হইতে অংশ দিয়া থাকি।"

( বনী ইস্রাইল ; ১৭:২১ )

ملك الناس ( মলেকেননাস )-গুনটি রহীম-গুণের সহিত অর্থগত সম্বন্ধ রাখে। কেননা সুদীর্ঘ ও ক্রমাগত ধারায় দান ও পুরস্কার শুধু রাজা বাদশারই হইয়া থাকে। এবং اله الناس ( এলাহিননাস ) ملك يوم الدين ( মলেকে ইউমিদ্দীন )-এর সহিত সম্বন্ধ রাখে। কেননা শেষ পাকড়াও মাবুদেরই অধিকারে। اعوذ ( আউয ) হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত সুরাটি ولا الضالين ( ওয়ালায্‌যাল্লীন )-এর সহিত অর্থগত সম্বন্ধ রাখে। কেননা ইহার মধ্যে ঈসাই ফেৎনার অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। খ্রীষ্টানগণ خناس -এর ন্যায় দৃষ্টির পিছনে বা আড়ালে সরিয়া কর্ম করে এবং মানুষের মনে প্রোরচনা দেয়। من الجنة والناس ( মিনাল জিন্নাতে

( ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন )

# হাদিস শরীফ

## কুরআন শরীফ বিষয়ে

( ১ )

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখিয়াছে এবং ইহা শিক্ষা দেয়।

(বুখারী)।

( ২ )

যে কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী, সে সম্মানিত সাধু লেখকগণের সঙ্গী; এবং যে কুরআন পাঠ করে এবং কষ্টসাধ্য হইলেও উহার মর্ম বুঝিতে ও আমলে সংগ্রাম করিয়া চলে, তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার আছে। (বুখারী ও মুস্লিম)।

( ৩ )

দুই জন ব্যতিরেকে আর কাহারও সম্বন্ধে ঈর্ষা হওয়া উচিৎ নহে। এক ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ্ কুরআন দিয়াছেন এবং সে উহার (শিক্ষার) উপর সারা রাত্রি কায়েম থাকে এবং সারা দিন এবং অপর এক ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ ধন দিয়াছেন এবং সে উহা হইতে সারা রাত্রি এবং সারা দিন দান করে। (ঐ)।

( ৪ )

নিশ্চয় আল্লাহ্ এই গ্রন্থের দ্বারা কতক জাতিকে উন্নতি দিবেন এবং কতককে অবনতি দিবেন। (মুস্লিম)।

( ৫ )

যে কেহ সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখিবে, সে দাজ্জাল হইতে রক্ষা পাইবে।

(মুস্লিম)।

( ৬ )

সুরা ফাতেহায় সকল ব্যাধির ঔষধ আছে।

(দারেমী, বাইহাকী)।

( ৭ )

প্রত্যেক বস্তুর জন্য অলঙ্কার আছে, এবং কুরআনের অলঙ্কার হইল "আর-রহমান"।

(বাইহাকী)।

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

---

## তফসীরের অবশিষ্টাংশ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ওন্নাস)—তাহারা বড়দিগকেও প্রভাবিত করে এবং ছোটদিগকেও। এতদ্ব্যতীত সুরা লাহাবে ইসলামের এক ঘোর শত্রুর আত্ম-প্রকাশ ও তাহার পরিণামের কথা বলা হইয়াছিল। আলোচ্য সুরায় বলা হইয়াছে, সে কোন কোন পন্থায় ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইবে। তেমনি ভাবে সুরা ফালাকের শেষে এক বড় হিংসুকের সৃষ্টি হওয়ার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, এখানে তাহার নির্দিষ্টকরণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সেই "হাসেদ" (হিংসাপরায়ণ) হইবে খৃষ্টান জাতি।

(ক্রমশঃ)

## হযরত মসিহ মওউদ আঃ-এর

# অমৃত বানী

"বস্তুতঃ খলিফা রসুলের প্রতিবিম্ব। যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেই জন্য খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, নবীগণের স্বত্বাকে, যাহা পৃথিবীর সকল স্বত্বার অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল ও সর্বোত্তম, কেয়ামত পর্যন্ত সদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন দুনিয়া কখনও এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়।" (শাহাদাতুল কুরআন)। অনুবাদ :—মোহাম্মাদ

"যে ব্যক্তি আমার এতায়াত করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌তায়ালার এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করে, নিশ্চয় সে আল্লাহতায়ালার না-ফরমানী করে। যে ব্যক্তি আমীরের এতায়াত করে, নিশ্চয় সে আমার এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমীরের না-ফরমানী করে, নিশ্চয় সে আমার না-ফরমানী করে।" (হাদীস বুখারী)।

# জুমার খুৎবা

## ইমাম জামাতের ঢাল স্বরূপ

গতবার ইউরোপের সফর হইতে ফেরত আসার পর হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) রবওয়া মোকামে গত ১৯৭৩ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে যে খোতবা দেন উহার এক অংশ।

হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ইসলামের সকল যুদ্ধ কেবল ইমামকে ঢাল বানাইয়া লড়া যাইতে পারে।

الامام جنة يقاتل من و رائه -

এই হাদিসের আরো ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে পরম সমাদৃত ভাবের অভিব্যক্তির প্রকাশ করা হইয়াছে উহা এই যে, ইসলামের সকল যুদ্ধ ইমামের ঢালের পিছনে খাড়া হইয়া লড়া যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কতিপয় জিন্দেগী ওয়াক্‌ফকারী আছেন, যাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য প্রশংসার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন অথবা সুসম্পন্ন করিবেন বলিয়া আশা রাখেন এবং তজ্জন্য দোওয়া করেন। আবার কতকজন ঠোকর খাইয়া যায়। আদমের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত শয়তান মানুষের পিছনে লাগিয়া আছে। কিন্তু পদস্খলনের সুত্রপাত এই ভাবে হয়, "আমাকে ওয়াকফ হইতে রেহাই দিন, আমি ইসলাম এবং আহমদীয়তের খেদমতে সারা জীবন কাটাইয়া দিব।" কিন্তু যখন তুমি ইমামের ঢালের পিছন হইতে সরিয়া যাইবে, তখন হয় নউযুবিল্লাহ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উক্তি ভ্রান্ত অথবা তোমার ইচ্ছা পুরা হইবে না। আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের কথা সত্য। কারণ ইসলামী যুদ্ধ ইলাহী সেলসেলার যুদ্ধ। ইহাতে ইমামকে ঢাল করিয়া তাহার পশ্চাতে থাকিয়া লড়া যাইতে পারে, নচেৎ লড়া যাইবে না। এই তত্ব উপলব্ধি করিবার পর দুইটি কথা সামনে আসে। প্রথম এই যে, ইমাম কখনও নির্দ্দেশ দিবারকালীন উহার উদ্দেশ্য জানাইবেন এবং বলিবেন যে, তোমাদের সমক্ষে এই প্রোগ্রাম রাখিলাম, আবার কখনও বলিবেন আমি তোমাদিগকে কোন উদ্দেশ্য জানাইব না, তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ রহিল যে, আমাকে ঢাল করিয়া আমার পশ্চতে খাড়া হইয়া যুদ্ধ কর।

সুতরাং অনেক প্রোগ্রাম এরূপ হয়, যাহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যায় না, কারণ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদেশ রহিয়াছে যে, আমার আদেশ পালন কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলিতে চাই

যে, আমি ইংলণ্ডে বলিয়াছি প্রত্যেক আহমদী বাচ্চা অর্থাৎ আতফাল, খোদ্দাম ও নাসেরাতের প্রত্যেক মেম্বার নিজের সঙ্গে একটি রবারের গুলতি এবং ছয়টি করিয়া গুলি রাখিবে। বর্তমানে ইংলণ্ডে বসবাসের যে পদ্ধতি, ইহাতে সেখানে গুলতির ব্যবহার হইতেই পারে না। তাহাদের ঘরের আঙ্গিনা দশ গজ লম্বা হইয়া থাকে। তাহাদের দালানের সঙ্গে সংযুক্ত বাগান থাকে না। থাকিলে কচিৎ দেখা যায়। কিছু এরূপ লোকও আছে যাহাদের মহলের সহিত ছয়শত একর পর্যন্ত বাগান সংলগ্ন থাকে। কিন্তু আমি লণ্ডনের সাধারণ অবস্থার কথা বলিতেছি। সেখানে গুলতি অচল। তদনুযায়ী আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়াছি যে সেখানে গুলতি রাখার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, প্রতিবেশীর ছেলেদের মাথায় গুলি মারিতে হইবে। কিন্তু আমি হুকুম দিই যে গুলতি রাখ। অথচ আমি ইহার উদ্দেশ্য বলিব না। বরং আমার ইচ্ছা ইহাই যে প্রত্যেক নাসেরা, খাদেম এবং তিফল নিজের সঙ্গে গুলতি রাখিবে এবং প্লাষ্টিকের ছোট থলিতে ছয়টি করিয়া গুলি রাখিবে। এই দৃষ্টান্ত আমি এই জন্য দিয়াছি যে, আমি আপানাদিগকেও বলিতেছি, যেমন আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, এখানেও আমাদের খোদ্দাম, নাসেরাত ও আতফালের সব মেম্বার নিজের নিজের সঙ্গে গুলতি ও গুলি রাখিবে। সেই গুলি উত্তম, যাহা মাটি দিয়া প্রস্তুত করা হয়, কারণ ইহার মধ্যে প্রস্তর থাকিলে দুর্ঘটনা ঘটিবার অধিকতর আশঙ্কা থাকে। সুতরাং বাচ্চাদের তরবিয়ত দিতে হইবে, যেন তাহারা ইহার সঠিক ব্যবহার করে। সেখানে (লণ্ডনে) আমি বলিয়াছিলাম যে, রবওয়ার এমনও বাচ্চা আছে, যাহারা রবারের গুলতি দিয়া এককালীন কুড়িটা পর্যন্ত ঘুঘু শিকার করিয়া আনে এবং তদ্বারা তাহাদের পরিবারগণ উত্তম স্বাস্থ্যকর গোশ্‌ত পাইয়া থাকে। কিন্তু তোমরা ইহা পাইবে না। কারণ তোমাদের বসবাসের পদ্ধতি ভিন্নরূপ। কিন্তু ইমামের আদেশ তোমাদের সঙ্গে গুলতি রাখ। অতএব তোমরা নিজেদের সঙ্গে গুলতি ও গুলি রাখ। আপনাদেরকেও আমি বলিতেছি আপনারাও গুলতি রাখুন। তাহাদের (লণ্ডনবাসীদের) সম্বন্ধে আমার নিকট রিপোর্ট পৌছিয়া যাইবে এবং তাহারা নিশ্চয় গুলতি রাখিবে কারণ সেখানে সহজে গুলতি পাওয়া যায়। তাহাদের জন্য সেখানে ইহার মূল্য বেশী নহে। ৪৫ পেনসে একটি বড় ও উত্তম গুলতি পাওয়া যায়। উহার ফ্রেম লোহার তৈয়ারী এবং গুলতি বড়ই নির্ভরযোগ্য। ঐ গুলির দু-একটি নমুনা লইয়া আমার সহযাত্রী খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধিকে দিয়াছিলাম। তিনি উহা সঙ্গে রাখেন এবং সেখান হইতেই আদেশ পালন আরম্ভ করেন। আমি এতক্ষন বলিতেছিলাম যে, উদ্দেশ্য বর্ণনা করা জরুরী নয়। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে ইমামের ঢালের পশ্চাতে খাড়া হইয়া আল্লাহতায়ালা এবং ইমামের যুদ্ধ লড়িতে হইবে। ইহা কেহ বলিতে পারিবে না যে, যেহেতু উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় নাই, নেই জন্য আমি ঢালের

বাহিরে চলিয়া যাইতেছি। ইহার দ্বারা তুমি নিজের ক্ষতি করিবে। এইভাবে ইসলামী যুদ্ধ লড়া যায় না, কিছুতেই লড়া যায় না। উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার উপর এমন এক যুগ গিয়াছে, যখন প্রত্যেক জায়গায় উম্মতের জন্য এ ঢাল ছিল না, অথবা ছোট ছোট ঢাল ছিল। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার উম্মত হিসাবে একযোগে এই ঢালের পশ্চাতে থাকিয়া লড়িতে পারিত না। তাহাদের এক স্থানে একত্রিত হইবার সুযোগ ছিল না। এখন মুসলমানগণ কি কোন উন্নতি করিয়াছে? এই যুগকে মুসলমান ও গয়ের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উভয়েই মুসলমানদের অধঃপতনের যুগ বলিতেছে। ইহা এক বাস্তব বিষয়। কিন্তু ইহা সত্বেও হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, ফেজ আউজের যুগেও খোদার লক্ষ লক্ষ নৈকট্য-প্রাপ্ত বান্দা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহারা ইসলামের চেরাগকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামের চেরাগ এক বস্তু এবং ইসলামের চাঁদ আর এক বস্তু। আবার ইসলামের সূর্য হযরত নবী করীম (সাঃ)। কিন্তু সূর্য অস্তিত্বে থাকিতেও পৃথিবীতে রাত্রির আগমন হয় এবং সূর্য ডুবিয়া যায়। রুহানী সূর্যেরও এই অবস্থা। যখন রুহানীভাবে দুনিয়া দূরে হটিয়া গেল এবং উহার আলো হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ফেলিল, তখন অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিল। কিন্তু এখন আবার চাঁদের আলোক আসিয়াছে। তাহার প্রতিবিম্ব ও আলোককে গ্রহণ করিয়া প্রেমের সহিত দুনিয়ায় ইসলাম ছড়াইতে হইবে। চাঁদের নিজের কোন আলোক নাই। প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর নিজস্ব কোন আলোক নাই। কিন্তু সকল আলোক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এবং প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর নিজস্ব কোন আলোক নাই বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করা ভ্রান্তির কাজ। আঁ-হযরত (সাঃ) শুধু ইহাই বলেন নাই যে, তাঁহার হস্তে বেয়াত করিয়া নিজ স্কন্ধ তাঁহার যোয়ালের নীচে পাতিয়া দাও এবং ইহার সহিত এ আদেশও দিয়াছেন যে, প্রেম ও আনন্দের সহিত তাঁহার এতায়াত করিয়া যাও এবং এই আদেশও তাঁহারই যে, তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিও। তদনুযায়ী যাহারা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহাকে এই প্রেমপূর্ণ সালাম পৌঁছাইয়াছে, অথবা এখন যাহারা দোয়ার দ্বারা পরম আনন্দের সহিত পৌঁছাইতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য ভালবাসাকে উদ্দীপ্ত করিয়া এই কাজ তাহাদের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক ইসলামের উপর এমন এক যামানা গিয়াছে, যখন ঐ ঢালগুলি এত ছোট হইয়া গিয়াছিল যে, উহাদের পশ্চাতে উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার স্থান সংকুলান হইবার উপায় ছিল না। এখন প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর যামানা আসিয়া গিয়াছে। এখন এই ঢাল প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং উম্মতে মোহাম্মাদীয়াকে (যেভাবে উহা প্রথম অভ্যুত্থানের যুগে উন্নতি করিয়াছিল) পূনঃ পূর্ণ উন্নতির উচ্চ মার্গে পৌঁছিতে হইবে। (সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান (ভারত) ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭৪ইং)

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

# রাবওয়ায় আহমদীয়া জামাতের ৮১তম সালানা জলসা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন

## আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও মহিমা এবং ইসলামের খেদমতের জন্য আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী ও নূতন শতাব্দীর যথাযোগ্য আগমন সম্বর্ধনার প্রস্তুতির আনন্দপূর্ণ সূচনা।

## সারা জগতকে ইসলামের পতাকার তলে এক মণ্ডলিভুক্ত করিবার জন্য আড়াই কোটি টাকার বিশ্ব-জোড়া পরিকল্পনার এলান।

দারুল হিজরত রাবোয়া মোকামে আহমদীয়া জামাতের ৮১তম সালানা জলসা গত ২৬-২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ সমূহে অপূর্ব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সেখানে সওয়া লক্ষাধিক জনগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সেলসেলার আলেমগণের জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা ছাড়া জামায়াতে আহমদীয়ার ইমাম সাইয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) তিন দিনই জামায়াতে আহমদীয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণা-ব্যঞ্জকও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ভাষণ দান করেন। প্রথম দিন উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিনে ইসলামের বিজয়, কোরআনে আজীমের গৌরব প্রচার ও মানবতার খেদমতে জামায়াতে আহমদীয়ার প্রচেষ্টা এবং আল্লাহতায়ালার বিশেষ সাহায্য সম্পর্কে ইমান উদ্দীপক ভাষণ দেন। তৃতীয় দিন জলসার শেষ অধিবেশনে হুজুরে আনোয়ার (আইঃ) জামায়াতে আহমদীয়ার সমক্ষে সেই মহান পরিকল্পনা পেশ করেন, যাহার কাজ আগামী ষোল বৎসর ব্যাপিয়া চলিতে থাকিবে এবং যাহার সহিত জামায়াতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উৎসব এবং নব শতাব্দীর আগমনী সম্বর্ধনার প্রস্তুতীর সম্পর্ক রহিয়াছে। যেহেতু জামায়াতের বন্ধুগণ অধীর আগ্রহে হুজুর আকৃদাসের এই ভাষণের প্রতিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই জন্য হুজুর (আইঃ)-এর প্রতিক্ষীত ভাষণের সারমর্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

হুজুর তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জামায়াতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠায় অচিরে একশত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার মাত্র ষোল বৎসর বাকী আছে। আমি অনেক দোওয়া ও গভেষনার

পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আগামী কয়েক বৎসর যাহা শতাব্দী পূর্ণ হইতে বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সময়। আল্লাহতায়ালার ঐ সকল অসাধারণ করুণা ও রহমতের ধারা, যাহা তিনি আমাদের জামায়াতের উপর অবিরাম মুসল ধারায় বৃষ্টির ন্যায় বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার শুকুর-গুজারীতে শত-বার্ষিকী উৎসব উদযাপন করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের এই উৎসব দুইটি শব্দ দ্বারা, যথা আল্লাহ্ তায়ালার মহিমা গান ও দৃঢ় সংকল্পের কার্য্যকরী রূপায়ণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। হুজুর (আইঃ) আল্লাহতায়ালার গুণগান ও দৃঢ় সংকল্পের কার্য্যকরী পন্থারূপে ইসলামের প্রচার, ইসলাহ্ ও ইশয়াদ, আত্মশুদ্ধির এক সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক পরিকল্পনার এলান করিয়াছেন। এই-রূপ পরিকল্পনার যে ছাঁচ বর্ত্তমানে আমার মনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে উহা এইরূপ—

## প্রথম অংশ

(১) ইসলাম প্রচার, ইসলাহ্ ও ইরশাদ ও সংস্কারের কাজকে দ্রুত হইতে দ্রুততর করিবার জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় তিনটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই তিনটি কেন্দ্র সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) পূর্ব আফ্রিকায়ও এইরূপ তিনটি কেন্দ্র খোলা হউক, যেখান হইতে ঐ এলাকার বিভিন্ন স্থানে তবলীগ করা যাইতে পারে। কেন্দ্র বলিতে আমি মসজিদ, মিশনগৃহের দালান এবং মোবাল্লেগগণের কোয়ার্টার ইত্যাদি বুঝাইতে চাহি।

(৩) ইউরোপে ইটালী ও ফ্রান্স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ইটালী কেথলীক খ্রীষ্টানগণের কেন্দ্র এবং ভাষার দিক দিয়া ফ্রান্স বড়ই গুরুত্ব রাখে। এই দুই দেশে বর্তমানে আমা-দের মিশন নাই। স্পেনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এ ছাড়া আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ আছে। যথা ঃ—ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে। তন্মধ্যে ডেনমার্কে আমাদের রীতিমত মিশন ও মসজিদ বিরাজমান রহিয়াছে। বাকী দেশ-গুলিতে কায়েমী কেন্দ্র গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ আমেরীকায় মোবাল্লেগ প্রেরণ করা চাই। এই কাজ সমূহের জন্য নিঃসন্দেহে কোটি কোটি টাকার দরকার, কিন্তু সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই। কেননা যদি প্রয়োজন অনিবার্য হয়, ইন্‌শা-আল্লাহ্ ফিরেশ্‌তাগণ আকাশ হইতে অর্থ ভাণ্ডার লইয়া অবতরণ করিবে।

## দ্বিতীয়াংশ

হুজুর বলেন যে, কুরআন পাকের অনুবাদ সকল জাতির হস্তে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ পর্যন্ত ইউরোপ ও আফ্রিকার ছয়টি প্রধান ভাষায় কুরঅআন করীমের অনুবাদ করা হইয়াছে, ফরাসী অনুবাদও সম্পূর্ণ হইয়া উহার সংশোধনীর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। রুশীয় ভাষায়ও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু আমরা এমন একজন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি এখনও পাই নাই, যিনি ইহার সংশোধনীর কাজ করেন। চিনা ভাষায় কোর-আন করীনের অনুবাদের দরকার। স্পেনীয়, ইটালিয়ান এবং হাউসা ভাষা রহিয়াছে। এই

ভাষাগুলিতেও কোরআন করীমের অনুবাদের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া পশ্চিম আফ্রিকার ভাষা সমূহের মধ্যে এমন দুইটি ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন, যেগুলি উক্ত অঞ্চলে বহুলাকারে প্রচলিত রহিয়াছে। যুগোস্লাভ ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত তফসীরের সহিত শীঘ্র প্রকাশের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে ইহারও একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা আরবী ভাষায়ও কোরআন করীমের তফসীর প্রকাশ করি। যদি আমরা আরবী ভাষীদের নিকট হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) কৃত তফসীর পৌঁছাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা এইগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ফারসী ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত তফসীরী নোটসহ প্রকাশের প্রয়োজন আছে।

সুতরাং আগামী ষোল বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে রুশীয়, ফরাসী, ইটালিয়ান, যুগোস্লাভিয়ান, স্প্যানিশ এবং চিনী ভাষা সমূহের মধ্যে এবং পশ্চিম আফ্রিকার তিন ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ প্রস্তুত করানো ও ঐগুলির সংশোধন করা এবং সেগুলিকে ছাপানো ও প্রকাশ করার ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

## তৃতীয়াংশ

আমাদিগকে একশত ভাষায় মৌলিক ইসলামী প্রচার পুস্তক প্রস্তুত করিতে ও উহাদের সংশোধনী করিতে এবং ঐগুলি ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। অতঃপর উহাদের বিতরণ করার পরিকল্পনা করিতে হইবে। এই পুস্তক সমূহের প্রচার বিষয়ে দুই পৃষ্ঠার ইশ্‌তেহার ছাপাইবার জন্য আমাদিগের এরূপ কয়েকটি ছোট প্রেসের প্রয়োজন হইবে, যেখানে দুইপাতার লিপি এবং বিজ্ঞাপন ছাপানো যায়। দুনিয়ার বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে শুধু এক স্থানের প্রেসের উপর নির্ভর করা যাইবে না এবং পাকিস্তান ব্যতিত অন্য আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুইটি উত্তম ও বড় আকারের প্রেস স্থাপন করিতে হইবে।

## চতুর্থাংশ

সমগ্র মানব জাতিকে এক মণ্ডলীভুক্ত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে জামায়াত এবং বন্ধুগণের মধ্যে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়ে হুজুর (আইঃ) গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা দেন।

## পঞ্চমাংশ

অবশেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ণে অর্থের প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার জন্যও টাকার প্রয়োজন। এখন আমি জামায়াতের নিকট যে পরিমাণ অর্থের জন্য আবেদন করিতে চাহ, তাহা আড়াই কোটি টাকা মাত্র। কিন্তু আমি আমার রব্বে করীমের প্রতি পুর্ণ ভরসা করিয়া আজ এই ঘোষণাও করিয়া দিতেছি যে, আগামী ষোল বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য পাঁচ কোটি টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইনশাআল্লাহ্।

এতৎ সঙ্গে হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন যে, ইলংণ্ডের জামায়াত ইহা অনুধাবন করিয়াছিল যে আমি এইরূপ পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে যাইতেছি। সেইজন্য তাহারা এই সেলসেলায় এক কোটি টাকার অঙ্গিকার পেশ করিয়া দিয়াছে। (আলহামদুলিল্লাহ)।

আসলে আমি একথার চিন্তা করিনা যে এই টাকা কোথা হইতে আসিবে। আল্লাহ্‌তায়ালাই ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই কাজের জন্য যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন হইবে তাহাও তিনি পুর্ণ করিয়া দিবেন। আমাদিগের প্রকৃত চিন্তা এই যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের এই নগন্য কুরবানী সমুহকে কবুল করুন এবং তিনি আপন পুরস্কার সমুহ দ্বারা আমাদের ঝুলি ভরিয়া দিন।

হুজুরের এই উদ্দীপনাপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষণ, ২টা ৫০ মিনিটে আরম্ভ করিয়া ২ ঘন্টারও অধীককাল স্থায়ী ছিল। এই ভাষণে হুজুর (আইঃ) হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে সোলাহায়ে উম্মতের লিখিত পুস্তক হইতে বিভিন্ন হাওয়ালা দেওয়া ছাড়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম এবং তাঁহার দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ ধারায় গত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া আল্লাহ্‌তায়াতালার অশেষ করুণা ও আশীষ বর্ষণের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং আগামী শতাব্দীতে যে মহা দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার ন্যাস্ত হইতে চলিয়াছে সে সম্বন্ধে বন্ধুগণকে অবগত করেন।

( সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান ( ভারত ) ৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৪ ইং )।

অনুবাদ :—মহবুবুর রহমান

---

## ২০শে ফেব্রুয়ারীর এলহামী ভবিষ্যদ্বানীর অবশিষ্টাংশ

( ১৭-এর পৃষ্ঠার পর )

করেন যে মুসলেহ মওউদ ( প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র ) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদী জমাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁহার ৫২ সাল ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফত কালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি অক্ষর তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ মওউদ হইবার দাবী করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমঃবর্ধমান ইসলাম-প্রচার কেন্দ্র সমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁহার লিখিত কোরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, জ্ঞান ও তত্বপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খোৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁহার দ্বারা জামাত ও নেজামে-খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জল রাখিতেছে এবং হযরত মসিহ মওউদ ( আঃ )-এর সত্যতার স্বাক্ষর হইয়া থাকিবে। ইনশাআল্লাহ।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্ব প্রতিপালক।

## মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) সম্বন্ধে ১৮৮৬সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী সংক্রান্ত

# এলহামী ভবিষ্যদ্বানী ও উঁহার পটভূমি

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহদী মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র—'মুসলেহ্ মওউদ' সম্পর্কে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে যে এলহামী ভবিষ্যদ্বানী ঘোষণা করেন, উহার পটভূমি সুদূর প্রসারীত। তারই প্রেক্ষিতে দেখা যায়, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার ইহুদীদের হাদিস গ্রন্থ 'তালমুদে', বাইবেলে সংরক্ষিত ইসাইয়া নবীর কেতাবে, অতঃপর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীসে এবং তেরশত বৎসর ব্যাপী আউলিয়া ও সুফীগণের কাশফ ও এলহামে অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে, যাহা—মুসলেহ্ মওউদ সক্রান্ত মূল এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার আনুসঙ্গিক কয়েকটি জরুরী বিষয় পেশ করার পূর্বে—নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া হইল।

( ১ )

তালমুদ (যোসেফ বার্কলে অনুদিত, ৫ম অধ্যায় পৃঃ ৩৭, ১৮৭৮ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত) গ্রন্থে লিখিত আছে:

"It is also said that he (the Messiah) shall die and his kingdom will descend to his son and grandson. In proof of this opinion Isaiah XIII : 4 is quoted. "He shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgement in the earth and the isles shall wait for his law."

"প্রতিশ্রুত মসিহ মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার (রুহানী) রাজত্বের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র ও তাঁহার পৌত্র হইবেন। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ইসাইয়া-১৩ : ৪ উদ্ধৃত করা হয়—"তিনি নিস্তেজ হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায় বিচার স্থাপন করেন; আর দ্বীপসমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।"

উল্লেখযোগ্য যে, ইসাইয়ার উল্লিখিত গ্রন্থে প্রথমে মসিহ্ মওউদের আগমনের কথা বলা হইয়াছে অতঃপর একজন 'বশীর'—'সুসমাচার-দাতা' প্রদত্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা ইসলামের একমাত্র সত্য ধর্ম এবং অপরাপর সকল ধর্ম-মত স্পষ্টত ভ্রান্তঃ ও বাতিল প্রতিপন্ন হইবে। অতঃপর সেই বশীর (সুসমাচারদাতা) অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদের অধিকাংশ গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, যাহার সার্বিক বর্ণনা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ঘোষিত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনের এলহামী ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উভয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মোসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে লক্ষণ সমূহ পাশাপাশি পেশ করিতেছি। পাঠক মিলাইয়া পড়ুন। যথা :—

## তালমুদ ও ইসাইয়া : ১৩ : ৪

১। আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত,

২। আমি তাঁহার মধ্যে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম।

৩। তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়বিচার উপস্থিত করিবেন।

৪। তিনি চীৎকার করিবেন না, উচ্চশব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি ছেচা নল খাগড়া ভাঙ্গিবেন না। ধূমায়িত শলিতা নিভাইবেন না।

৫। তিনি নিস্তেজ হইবেন না; নিরুৎসাহ হইবেন না।

৬। জাতিগণের দীপ্তি স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে।

৭। তুমি কারাকূপ হইতে বন্দীদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকার-বাসিগণকে বাহির করিয়া আনিবে।

## ২০শে ফেব্রুয়ারীর এলহামী ভবিষ্যদবানী

১। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিবেন।

২। আমরা তাঁহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব।

৩। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীষ লাভ করিবে।

৪। তিনি অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবেন।

৫। তিনি তাঁহার সকল কর্মে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্পশালী হইবেন।

( তবলীগে রেসালত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০ )

৬। জ্যোতি আসিতেছে; জ্যোতি।

৭। বন্দিদিগের মুক্তির উপায় স্বরূপ হইবে।

[উল্লেখ্য যে, তালমুদের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর রুহানী রাজত্বের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পর মসিহ্ মওউদের পবিত্র পৌত্র তৃতীয় খলীফা হইলেন।]

---

( ২ )

চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) উম্মতে আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী বা প্রতিশ্রুত মসিহ্ সম্বন্ধে জগদ্বাসীকে জানাইয়া ছিলেন যে,

يتزوج و يولد له

( مشكوة—باب نزول عيسى ابن مريم )

অর্থাৎ, "তিনি ( প্রতিশ্রুত মসিহ্ ) একটি বিশেষ বিবাহ করিবেন এবং তিনি তাঁহার ( মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির ) জন্য ( বিশেষ প্রতিশ্রুত ) সন্তান লাভ করিবেন।" ( মেশকাত )

উল্লেখযোগ্য যে, হাদিসের উদ্দেশ্য সাধারণ ভাবে বিবাহ এবং সন্তান লাভের কথার উল্লেখ হইতে পারে না। তাহা হইলে মসিহ্ মওউদের সত্যতার লক্ষনাবলীর মধ্যে উহার উল্লেখ বৃথা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং রসুল করীম ( সাঃ )-এর জ্ঞানপূর্ণ পবিত্র বানীতে প্রকৃতপক্ষে মসিহ্ মওউদের বিশেষ বিবাহ এবং বিশেষ সন্তান লাভ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করিয়া হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসিহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) বলেন :

"হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন যে, মসিহ্ মওউদ বিবাহ করিবেন এবং তিনি সন্তান লাভ করিবেন, ইহা

এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে বিশেষভাবে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান প্রদান করিবেন যে তাহার পিতার সদৃশ্য ও অনুরূপ হইবে, প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার অনুগত ও অনুগামী হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সম্মানিত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

( আইনায়ে কামালতে ইসলাম পৃঃ ৫৭৮ )।

তেমনিভাবে 'হাকীকাতুলওহী, পুস্তকের ৩১২ পৃষ্ঠায় বলেন :

"প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ সন্তান লাভ করিবেন— এই ভবিষ্যদ্বানীতে এই ইঙ্গিত নিহিত আছে যে, খোদাতায়ালা তাঁহার সন্তানদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তি পয়দা করিবেন, যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ( খলীফা ) হইবে এবং ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইবে, যেমন আমার কতক ভবিষ্যদ্বানীতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।"

( ৩ )

হযরত রসুলে করীম ( সাঃ )-এর ছয় শত বৎসর পর হযরত শাহ্‌ নে'মতুল্লাহ্‌ ওলী ( রহঃ ) তাঁর এলহামী কসিদার মধ্যে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন যে,

دور او چوں تمام بکام - پسرش یادگار مے بینم
(اربعین فی احوال المهدیین مصنفه
حضرت اسما عیل شهید رح)

অর্থাৎ, "আমি দেখিতেছি যে, যখন তাঁহার জীবনকাল সাফল্যের সহিত অতিক্রান্ত হইবে, তখন তাঁহার পর তাঁহার পুত্র তাঁহার পবিত্র স্মৃতি স্বরূপ থাকিয়া যাইবেন।" (আরবাঈন ফি আহওয়ালেল মেহ্‌দিঈন, প্রণেতা : হযরত ইস্মাইল শহীদ (রঃ)।

হযরত মসিহ্‌ মওউদ ( আঃ ) উক্ত ছন্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :

"যখন তাঁহার জমানা সফলতার সহিত অতিবাহিত হইয়া যাইবে তখন তাঁহার নমুনায় তাঁহার পুত্র স্মৃতি হিসাবে থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ ঘটনা প্রবাহ এই ভাবে নির্ধারিত আছে যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে একজন অতি পবিত্র পুত্র দান করিবেন যে তাঁহার আদর্শে, তাঁহার রঙে রঙীন হইবে এবং সে তাঁহার পরে তাঁহার স্মৃতি স্বরূপ হইবে। ইহা প্রকৃত পক্ষে এই অধমের সেই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী, যাহা এক পুত্রের জন্ম লাভ সম্বন্ধে করা হইয়াছে।"

"পুত্র সন্তান হওয়া এবং বিবাহ করা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র সম্বন্ধে বহু হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ীই নেমতুল্লাহ্‌ ওলীর উক্ত এলহাম।"

( নিশানে আসমানী )

( ৪ )

তেমনিভাবে হযরত মওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁহার মসনবীতে বলিয়াছেন :

طفل نوزاده شود حبر و فصیح
حکمت بالغ بخواند چوں مسیح
(دفتر ششم صـ۲۲۱ مطبوعه کانپور)

অর্থাৎ "একজন অল্পবয়স্ক বালক অত্যন্ত বিদ্যান, জ্ঞানী ও বাগ্মী হইবে এবং মসিহ্‌র মত তাহার মুখ হইতে মর্ম্মস্পর্শী সূক্ষ্মতত্ত্ব নিসৃত হইবে।"

( মসনবী ৬ষ্ঠ দপতর )

( ৫ )

পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে সিরিয়ার একজন উচ্চ পর্যায়ের সূফী হযরত ইমাম ইয়াহিয়া বিন আকাবা (রহঃ) বলিয়াছেন :

و محمود سيظهر بعد هذا
ويملك الشام بلا قتال
[ شمس العارف الكبرى (مصرى) ص٣٤٠ ]

অর্থাৎ—মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পর "মাহমুদ" আবির্ভূত হইবেন এবং বিনা যুদ্ধে সিরিয়াকে (রুহানী ভাবে) জয় করিবেন।"

( শামসুল আরেফেল কুবরা, পৃঃ ৩৪০)

উল্লেখ্য যে, মোসলেহ্ মওউদ ( রাঃ )-এর নাম এলহাম অনুযায়ী বশীর এবং মাহমুদ রাখা হয়। ( সবুজ এস্তেহার ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং ও এস্তেহার ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং )

( ৭ )

১৮৮৫ সনের সেপ্টম্বর মাসে কাদিয়ানের দশজন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যবসায়ী ও পণ্ডিত হযরত মসিহ্ মওউদ ( আঃ ) এর নিকট একটি পত্রের মাধ্যমে আবেদন জানাইলেন যে, "আপনি ইতিমধ্যে লণ্ডন এবং আমেরিকার অধিবাসিদিগকে বিপুল এশতেহার ও রেজিষ্টারী চিঠি প্রেরণ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন যে, "যদি কোন সত্যিকার সত্যান্বেষী এক বৎসর কাল পর্যন্ত আমার নিকট কাদিয়ান আসিয়া থাকে, তাহা হইলে খোদা-তায়ালা তাহাকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নিশ্চয় এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখাইবেন যাহা মানবিয় ক্ষমতার উর্ধের হইয়া থাকে।"

সুতরাং আমরা আপনার প্রতিবেশী ও একই শহরবাসী হিসাবে লণ্ডন ও আমেরিকা বাসীদের তুলনায় ( উক্তরূপ নিদর্শন দেখার ) অধিকতর হকদার। তবে, ঐ নিদর্শনাবলী অবশ্য ঐ শ্রেণীর হওয়া চাই যাহা মানবীয় সামর্থের উর্ধে হউক, যদ্বারা প্রতিয়মান হউক যে, সেই সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনার ধর্মীয় সততা ও সত্যপরায়নতার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রীতি ও কৃপার পথে আপনার দোয়া সমূহ কবুল করেন এবং দোয়ার কবুলিয়তের পূর্বেই আপনাকে অবহিত করেন অথবা আপনাকে তাঁহার বিশেষ গোপন রহশ্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞত করেন এবং ভবিষ্যদ্বানী হিসাবে সেই গোপন রহশ্যাবলীর সম্বন্ধে সংবাদ দেন। অথবা এমন আশ্চর্যজনক-ভাবে আপনার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষণ করেন, যেভাবে তিনি আদিকাল হইতে তাঁহার মনোনীত, নৈকট্যপ্রাপ্ত ভক্ত ও বিশিষ্ট বান্দাগণের করিয়া আসিয়াছেন।"

হযরত মসিহ মওউদ ( আঃ ) তাঁহাদের এই পত্রটিকে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন রূপেগ্রহণ করিয়া উত্তরে জানাইলেন :

"যদি আপনারা সেই সকল অঙ্গীকারে অটল থাকেন যাহা আপনাদের চিঠিতে আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সর্ব শক্তি-মান আল্লাহ্-জাল্লা শানুহুর সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষণে এক বৎসরকালের মধ্যে এমন কোন নিদর্শন আপনাদিগকে দেখান হইবে, যাহা মানুষের সাধ্যের বাহিরে ও মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে হইবে।"

উল্লিখিত হিন্দু মহদয়দের চিঠিতে নিদর্শন প্রদর্শনের সময়-সীমা সম্বন্ধে লিখিত হইয়া ছিল যে

"বৎসরকাল যাহা নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে, উহা ১৮৮৫ সনের

সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে গনণা করা হইবে এবং উহার পরিসমাপ্তি ১৮৮৬ সনের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ হইয়া যাইবে।"

উভয় পক্ষের উল্লিখিত চিঠি-পত্র লালা শ্রম্পত রায় (যিনি কাদিয়ানস্থ আর্যসমাজ সংস্থার সভ্য ছিলেন) তিনজন সাক্ষীর সাক্ষরসহ অমৃতশহরস্থ রেয়াজে-হিন্দ প্রেস হইতে একটি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(বিস্তারিত বিবরণের জন্য "তবলীগে রেসালত" ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৯—৫৪ পাঠ করুন)

অতঃপর হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) দুই বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত তাঁহার একটি এলহাম —"তেরি উকদা কুশাই হুশিয়ারপুর মেঁ হোগী" —অনুযায়ী কাদিয়ান হইতে হুশিয়ারপুর গমন করিয়া নির্জনে ৪০ দিন আরাধনায় থাকিয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দ্বীনে-ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট অপূর্ব নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট যে সুদীর্ঘ শুভ-সমাচার আসে উহার মধ্যে তাঁহাকে ইসলামও আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ গয়েবের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানান হয় এবং উহার মধ্যেই বিস্তারিত সুসমাচার দেওয়া হয় মুসলেহ্ মওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ঐ সকল এলহামী ভবিষ্যদ্বানী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উহার জরুরী অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল। হযরত আকদস (আঃ) বলেন :—

"পরম কারুণিক, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন :

"আমি তোমাকে এক 'করুনার নিদর্শন' দিতেছি তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী। আমি তোমার সকরুণ নিবেদন সমুহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়া সমুহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে···বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

**নিদর্শনের উদ্দেশ্য** :—"খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশীসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি, এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

## মুসলেহ মওউদের অসাধারণ গুনাবলী ও কার্যাবলী—

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।"

"সুশ্রী, পবীত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে ·..... ।"

"তাহার সঙ্গে 'ফযল' ( বিশেষ কৃপা ) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবণী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ—আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয় পুত্র।

مظهر الحق والعلا كأن الله نزل من السماء

অর্থাৎ সত্যের বিকাশ-স্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমণ অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ্‌ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায় স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিষ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। وكان امرا مقضيا (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহর অটল মীমাংসা )।"

( এস্তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং )

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ইহাও ঘোষনা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী অসাধারণ গুন সম্পন্ন মহান পুত্র মাত্র নয় বৎসরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করিবেন। সুতরাং এই নির্ধারিত মেয়াদের ভিতরই তৃতীয় বৎসর—১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবারে' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে। তাঁহার পবিত্র নাম ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বরের এস্তেহারে প্রকাশিত এলহাম অনুযায়ী হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদরাখা হয়। তাঁহার জন্মের পূর্বেও এবং জন্মের পরেও হযরত মসিহ মাউদ ( আঃ ) এলহাম মারফত অবগত হইয়া নির্দিষ্টভাবে তাঁহার সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ

( ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন )

# মুখলেসীনে জামাতের জন্য মহা সুসংবাদ

## বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে

# নূতন তহরীক—শতবার্ষিকী জশন ফাণ্ড

এতদ্বারা জামাতের বন্ধুগণের বিশেষ দৃষ্টি হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-র গত ২৮-১২-৭৩ তারিখে রাবওয়া মোকামে জলসায় প্রদত্ত ভাষণের দিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত ভাষণে হুজুর (আইঃ) আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উৎসব পালনের এক মহা-পরিকল্পনার এলান করিয়াছেন। তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার অফিসে "শতবার্ষিকী জশন ফণ্ড" নামে এক পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ডে হুজুর (আইঃ) জামাত হইতে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা চাহিয়াছেন, যাহা ষোল বছরে পুরন করিতে হইবে এবং হুজুর (আইঃ) আশা রাখেন যে জামাত এই ফণ্ডে পাঁচ কোটী টাকা দিবে। বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মজলিসে আমেলায় বিষয়টি বিবেচনা করা হইয়াছিল। মেম্বারগণ বাঙলাদেশের পক্ষ হইতে এই ফণ্ডে পাঁচলক্ষ টাকা প্রস্তাব করেন এবং হুজুর (আইঃ)-এর দ্বিগুণ চাঁদা-প্রাপ্তির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের লক্ষ্য দশলাখ টাকা করা হইয়াছে। হুজুর (আইঃ)-কে এই সংবাদ জানাইয়া দোওয়া প্রর্থনা করা হইয়াছে। একা ইংলণ্ডের জামাত এই ফণ্ডে এক কোটী টাকার ওয়দা দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে ইতিমধ্যে ঢাকায় অল্প কয়েকজন বন্ধুর পক্ষ হইতে যে ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে, উহার পরিমাণ প্রায় একলক্ষ টাকা। আলহামদুলিল্লাহ্! ইহার মধ্যে কয়েক বন্ধু প্রথম বৎসরের চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন। জাযাহুল্লাহ্।

এই মহতি ফণ্ডে প্রত্যেক আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল ও নাসেরাত মুক্ত হৃদয়ে অংশগ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল ভাই ভগ্নিকে এই মহা আনন্দপূর্ণ মালী কুরবানীতে শরীক হইবার তৌফিক দিন ও তাহাদের রোজগারে অশেষ বরকত নাযেল করুন এবং তাঁহাদের কুরবানীকে কবুল করুন। আমীন।

এতদ্বারা প্রত্যেক মফস্বল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা জামাতের প্রত্যেক মেম্বারের নিকট হইতে ওয়াদা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ লিষ্ট আগামী ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে অত্র অফিসে পাঠাইয়া দিবেন। জামাতের মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান আপন আপন এলাকার জামাত সমূহে হুজুর (আইঃ)-এর তহরীকের যথাযথ এলান করিবেন। জাযাহুমুল্লাহ্।

যাহারা একা একা কার্যোপলক্ষে স্থানীয় জামাত হইতে দূরে থাকেন, তাঁহারা সরাসরি অত্র অফিসে ওয়াদা পাঠাইবেন। আললাহ্‌তায়ালা সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। ইতি

খাকসার—

মোহাম্মাদ,

আমীর, বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়া। ঢাকা—১৪।২।৭৪ইঃ

## ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে

# সালানা জলসা

### স্থান ঃ—মসজিদে-মোবারক, আহমদীয়া পাড়া।

তারিখ ঃ—২রা ও ৩রা মার্চ, ১৯৭৪ ইং।

রোজ ঃ—শনি ও রবিবার।

উক্ত সম্মেলনে জমায়াতে আহমদীয়ার খ্যাতনামা বক্তা ও বুজুর্গাণে দ্বীন কোরআন ও হাদীসের আলোকে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাবলী ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ ও তথ্যমূলক বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অতএব, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভ্রাতার সম্মেলনে অংশ গ্রহণ ও ফায়দা হাসিল করার আবেদন করা যাইতেছে।

## দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে

# সালানা জলসা

স্থান ঃ—মসজিদ প্রাঙ্গণ, দুর্গারামপুর

তারিখ ঃ—৯ ও ১০ই মার্চ, ১৯৭৪ইং

সভায় কোরআন ও হাদিসের আলোকে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হইবে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও প্রেমাকাংখী শান্তিকামী বন্ধুগণকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যোগদানের সবিনয় আবেদন জানান হইতেছে।

# আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an | | Tk. | 8.00 |
| The Philosophy of the Teachings of Islam | Hazrat Ahmed (P.) | ,, | 2.00 |
| Jesus in India | ,, | ,, | 2.50 |
| Ahmadyyat—The True Islam | Hazrat Mosleh Maood (R) | ,, | 8.00 |
| Invitation to Ahmadiyyat | ,, | ,, | 8.00 |
| The New World Order | ,, | ,, | 3.00 |
| The Economic Structure of Islamic Society | ,, | ,, | 2.50 |
| Islam and Communism | Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R) | ,, | 0.62 |
| The Preaching of Islam | Mirza Mubarak Ahmed | ,, | 0.50 |
| কিশতিয়ে নূহ | হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ( আঃ) | টাকা | ১.২৫ |
| শান্তির বার্তা | ,, | ,, | ১.০০ |
| ধর্মের নামে রক্তপাত | মির্যা তাহের আহমদ | ,, | ২.০০ |
| আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব | মৌলভী মোহাম্মদ | ,, | ১.০০ |
| ইসলামেই নবুয়াত | ,, | ,, | ০.৫০ |
| ওফাতে ঈশা | ,, | ,, | ০.৫০ |

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
*Editor* : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*